যায়যায়দিন

FEB
তারিখ 23 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৫

মানসম্মত শিক্ষা এখনো অনিশ্চিত

জাকির আহমদ খান কামাল

দীর্ঘ দুই শতকের বেশি সময়ের আন্দোলনের সাফল্য পেল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ৯ জানুয়ারি জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে শিক্ষকদের এক মহা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার মাধ্যমে। শিক্ষকদের আন্দোলন ছিল শুধু রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, আন-রেজিস্টার্ড, স্থায়ী, অস্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত, পাঠদানে অনুমতি প্রাপ্ত, কমিউনিটি সরকারি অর্থায়নে এনজিও পরিচালিত, পাঠদানের অনুমতির সুপারিশ প্রাপ্ত এবং পাঠদানের অনুমতির অপেক্ষাধীন সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিলেন। যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। বলা যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই উপলব্ধি পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩৭ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ ৫৫ হাজারের বেশি শিক্ষককে জাতীয়করণ করে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। সত্তরের দশকে এরশাদ সরকার দ্বিতীয় দফায় ৮ শতাধিক বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। তারপর থেকে অজ্ঞাত কারণে থেমে যায় জাতীয়করণের প্রক্রিয়া।

১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এমপিওভুক্তকরণ প্রক্রিয়া। তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ওই বছরই গঠিত হয় বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা আদায় করতে সক্ষম হন। তারপর থেকেই তাদের এগিয়ে যাওয়ার পালা। ১৯৯৬ সাল থেকে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা বিদ্যালয় জাতীয়করণের একদফা দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে বড় দুই রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিক বিজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার। ২০১০ সালের শেষের দিকে সারা দেশের প্রতিনিধিত্বশীল ১০ হাজার শিক্ষক চুঁপিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে তাদের প্রাণের দাবি বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়টি বর্তমান সরকারকে জানান দেয়। তারপর থেকেই অব্যাহত থাকে শিক্ষকদের আন্দোলন।

> জাতীয়করণের ফলে শিক্ষকসমাজের ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপারগ হয়েই এ পেশায় এসেছেন। অন্যসব সরকারি শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বেতন-ভাতার দিক থেকে দীর্ঘদিনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তারা। শিক্ষক ও শিক্ষকতা পেশার মান উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০১১ সালের শেষের দিকে শিক্ষকরা কঠোর আন্দোলনে নামেন। আন্দোলন শেষে ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে লক্ষ্মীপুর জেলার আইয়ুব আলী নামে একজন শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেন। শোকের আবহ তৈরি হয় শিক্ষক সমাজের মাঝে পাশাপাশি আন্দোলন আবারো দানা বাঁধতে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা বুঝতে পেরে শিক্ষক সমাজকে আশ্বস্ত করেন ২০১২ সালের বাজেটে বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। শিক্ষক সমাজ আশ্বস্ত হয়ে তাদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ১৪ মে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক বিশাল সমাবেশের আয়োজন করেন। ১৫ মে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি দেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে শিক্ষকদের মিছিলে পুলিশের হামলায় নিহত হলেন বীর মুক্তিযুদ্ধা জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার শিক্ষক আজিজুর রহমান। ভাষা শহীদের মাসে ভাষা শহীদদের সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে শহীদ আইয়ুব আলী ও আজিজুর রহমানকে স্মরণ করছি। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ইতোমধ্যে বাস্তবায়নে চলছে। বিভিন্ন বিষয়ে সাব কমিটিগুলো অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার এর মধ্যেই পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণীর জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা, প্রাথমিকের পাশাপাশি মাধ্যমিকের সব স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ, যুগোপযোগী কারিকুলাম উন্নয়ন ও সময়োপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরি কাম প্রহরী নিয়োগসহ নানা উদ্যোগ নিয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনের পরিধি বিশাল আকৃতির হলেও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উপাদানগুলো মূলত অনুপস্থিত। পাঠদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন ও আধুনিক করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষক নিশ্চিতকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখনো গুরুত্বপূর্ণ বৃষ্টিগোচর হয়নি বলে মনে হয়। ২০১৩ সালে প্রথম শ্রেণী থেকেই সব বই পরিবর্তন হয়েছে। প্রায় দুই মাস গত হতে যাচ্ছে কিন্তু এখন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের ওপর কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ শুরু হয় নাই।

জাতীয়করণের ফলে শিক্ষকসমাজের ভাগ্যের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মানসম্মত শিক্ষার ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত। সদ্য জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপারগ হয়েই এ পেশায় এসেছেন। অন্যসব সরকারি শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে বেতন-ভাতার দিক থেকে দীর্ঘদিনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তারা। শিক্ষক ও শিক্ষকতা পেশার মান উন্নয়নের জন্য এবং শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষ শিক্ষকের পেশার প্রতি, বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা এবং শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিকতা এই তিনটি গুণ থাকা শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিকতা এই তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক। আর একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকই নও শিক্ষকে পরিণত হতে পারেন। দক্ষ শিক্ষক পেশার প্রতি, বিষয়ের প্রতি এবং শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিক হন। তিনিই জানেন কীভাবে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হয়। 'শিক্ষক চরম অসম্মান জনক অবস্থানে থেকেও নিজেদেরকে সম্মানীভাবে। চরম আর্থিক সঙ্কটে থেকেও নিজেকে অবস্থাপন্নী মনে করেন'। এক সময়ের সহপাঠী বর্তমানে স্বনামধন্য কলেজ শিক্ষক, শিক্ষক সম্পর্কে তার অভিব্যক্তি জানতে চাইলে তিনি এরূপ মন্তব্য করেন। এভাবে আর কতকাল আমরা আড়াল করে রাখব নিজেদের অসম্মান ও সঙ্কট থেকে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ এই অসম্মান ও সঙ্কট মোচনের পথ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা সুবিন্যস্ত বাক্য গাঁথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত অর্থে তাদের সামাজিক মর্যাদা দেয়া না হলে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষকদের আত্মপ্রত্যয়ী কর্মঠ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে একজন সফল অবদানকারী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা থাকবে অতিক্রুত শিক্ষকদের উচ্চতর স্তর পর্যন্ত পদোন্নতির ব্যবস্থাসহ শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামোর ঘোষণার দেবেন।

জাকির আহমদ খান কামাল : শিক্ষক ও কলাম লেখক